সামাজিক পরিবর্তন
Social Change

ইউনিট ১২

মানব সমাজ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। সমাজের আজকের যে অবস্থা শুরুতে এমন অবস্থা ছিল না। নানাবিদ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই পূর্ণতা পেয়েছে। সকল সমাজই কম বেশি পরিবর্তনশীল। কোনো সমাজে পরিবর্তনের গতি খুব দ্রুত আবার কোনো সমাজের পরিবর্তনের গতি মন্থর। সমাজবিজ্ঞানে স্থিতিশীলতা হল একটি আপেক্ষিক ব্যাপার; অন্যদিকে পরিবর্তন হচ্ছে একটি অতি চূড়ান্ত বিষয়। সামাজিক পরিবর্তন ধারণাটি কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী সাংস্কৃতিক দিক থেকে, কেউ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ কেউ আবার একে রাজনৈতিক দিক থেকে আর অন্যরা একে সমাজ কাঠামোর দিক থেকে বিবেচনা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, 'বিবর্তন', 'প্রগতি', 'উন্নয়ন', এবং 'পরিবর্তন' এই শব্দ চারটি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। বিবর্তন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Evolution যা ল্যাটিন শব্দ Evolvere থেকে এসেছে যার অর্থ 'বিকাশ সাধন' অথবা 'উন্মোচন'। উন্নয়ন প্রত্যয়টির সাথে 'জ্ঞানের বিকাশ' এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি' প্রত্যয় দুটির ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যদিকে, সামাজিক প্রগতি নির্ধারণে একটি মাত্র মাপকাঠিই যথেষ্ট নয়। কারণ সমাজ একটি জটিল সত্তা, যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে গঠিত।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১: সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ
পাঠ-২: সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব: মার্কস ও পেরেটো
পাঠ-৩: সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব
পাঠ-৪: সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

পাঠ-১২.১ সামাজিক পরিবর্তন : ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ
Social Change : Concept, Characteristics and Causes

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক কাঠামো, শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

পরিবর্তনশীলতাই মানব সমাজের প্রধান ধর্ম। সামাজিক পরিবর্তন বলতে সাধারণ কথায় বলা যায় সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তনশীল রূপ লাভ করা। অর্থাৎ সমাজ কাঠমোর এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরকে সামাজিক পরিবর্তন বলা যায়। সমাজ কাঠামোর এ রূপান্তর সবসময় স্থায়ী বা অস্থায়ী নয়। সামাজিক পরিবর্তন সমাজের মৌল কাঠামোর পরিবর্তনকে যেমন বোঝায় সাথে সাথে সমাজের উপরি কাঠামোর পরিবর্তনকেও নির্দেশ করে। মানুষের জীবনযাত্রা, আচরণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে লক্ষ্য করা যায় সে সবই 'পরিবর্তন' নামক প্রত্যয় দ্বারা বিজ্ঞান সম্মতভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। কোনো সমাজে পরিবর্তনের গতি খুব দ্রুত আবার কোনো সমাজের পরিবর্তনের গতি মন্থর। সমাজবিজ্ঞানে স্থিতিশীলতা হলো একটি আপেক্ষিক ব্যাপার; অন্যদিকে পরিবর্তন হচ্ছে একটি অতি চূড়ান্ত বিষয়।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

সামাজিক পরিবর্তন ধারণাটি কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী সাংস্কৃতিক দিক থেকে, কেউ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ কেউ আবার একে রাজনৈতিক দিক থেকে আর অন্যরা একে সমাজ কাঠামোর দিক থেকে বিবেচনা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী উইলবার্ট ও মুর (Wilbert and Moore) সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন বুঝিয়েছেন। সমাজতত্ত্ববিদ রস (Ross) সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী এলউডের (E. A. Ellwood) মতে, সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের অজ্ঞাতসারেই সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হলেও কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের পরবর্তী স্তরগুলোতে যুক্তিশীল ও উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা বিদ্যমান থাকে।

সমাজবিজ্ঞানী জোনস এর মতে, সামাজিক পরিবর্তন এমন একটি শব্দ, যা সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, সামাজিক ধরন, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া কিংবা সামাজিক সংগঠনের যে কোনো রূপান্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। রজার্স (Rosers) সামাজিক পরিবর্তন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করেছেন যার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। তাঁর ভাষায় "Social Change is the process by which alteration occurs in the structure and function of social system"। সমাজবিজ্ঞানী গিলিন এবং গিলিন এর মতে, সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে গ্রহণযোগ্য জীবন পদ্ধতির ক্ষেত্রে রূপান্তর, যা ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, জনতাত্ত্বিক এবং মতাদর্শগত কারণে সংঘটিত হতে পারে। আর এ সব পরিবর্তন যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি কিংবা উদ্ভাবনের ফলে ঘটতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী মরিস গিনসবার্গ সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, সামাজিক পরিবর্তন দু প্রকারের পরিবর্তন নির্দেশ করে। প্রথমত, সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কার্যাবলির পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, যেসব আদর্শ, মূল্যবোধ বা সামাজিক বিধি সামাজিক কাঠামোকে সংহত করে রাখে এদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এদের পরিবর্তন।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। তবে সমাজের কাঠামোর সামগ্রিক পরিবর্তন না হয়েও কাঠামোর বিশেষ অংশের পরিবর্তন ঘটে তাকেও পরিবর্তন বলা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যঃ

১) সামাজিক পরিবর্তন একটি সর্বজনীন প্রপঞ্চ। পৃথিবীর সকল সমাজই কম বেশি পরিবর্তনশীল।

২) সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামগ্রিক পরিবর্তন। কোনো একজন ব্যক্তির পরিবর্তন হলেই সামাজিক পরিবর্তন হবে না। সমগ্র সমাজের পরিবর্তন হতে হবে।

৩) সামাজিক পরিবর্তন অসম গতি সম্পন্ন। সকল সমাজে একই রকম গতিতে সামাজিক পরিবর্তন হয় না। কোথাও দ্রুত গতিতে পরিবর্তন হয় আবার কোথাও মন্থর গতিতে।

৪) সামাজিক পরিবর্তন গতি প্রকৃতি সময় নির্ভর।

৫) সামাজিক পরিবর্তন নিয়ম কেন্দ্রিক। প্রাকৃতিক পরিবর্তন যেমন নিয়ম মেনে চলে তেমনি সামাজিক পরিবর্তনও নিয়ম মেনে চলে।

৬) সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। সামাজিক কী প্রক্রিয়া, কী কী পরিবর্তন হবে তা পূর্ব থেকেই ধারণা করা যায় না।

৭) সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা। সামাজিক পরিবর্তন হলো সামাজিক বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা।

৮) সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার ফল। সামাজিক পরিবর্তন হলো সামাজিক বিভিন্ন কারণের মিথষ্ক্রিয়ার ফল।

৯) সামাজিক পরিবর্তন প্রতিস্থাপনমূলক। সামাজিক পরিবর্তন একটি নিয়মের জায়গায় আরেকটি নিয়মের প্রতিস্থাপন ঘটায় বা নিয়মের রূপান্তর করে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

আদিম যুগ হতে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব সমাজ বিকাশ লাভ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন: অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক কারণকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক কারণকে এবং মনোবিজ্ঞানীগণ মনস্তাত্ত্বিক কারণকে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে সামাজিক পরিবর্তন যেহেতু একটি সামগ্রিক পরিবর্তন তাই কোনো একটি বিশেষ দিকের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ একই সমাজে একই সময়ে বিভিন্ন উপাদান পরিবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। যেমন: কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক উপাদানকে আর ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) সাংস্কৃতিক উপাদানকে সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য কারণ বলে বিবেচনা করছেন। সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ প্রধানত প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্ট পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের পেছনে জনসংখ্যার স্থানান্তর, শিক্ষা, নগরায়ন, শিল্পায়ন, গণমাধ্যমের ভূমিকা, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত কারণ মুখ্য।

১) ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তনঃ কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুকূল পরিবেশে ভৌগোলিক অবস্থান পরিবর্তন অথবা আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাঃ ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানের উপর প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন: সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের কারণে কৃষি পণ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়, যার ফলে কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ মৎস্য আহরণ সমাজে রূপান্তর হয়।

৩) সামাজিক আন্দোলনঃ সামাজিক আন্দোলন বা বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। যেমন: সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ভারতীয় উপমহাদেশে সতীদাহ প্রথার বিলোপ, বিধাব বিবাহ প্রচলন, নারী শিক্ষার প্রসারসহ নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৪) উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন: কোনো সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের হলে ঐ সমাজের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন: কার্ল মার্কস বর্ণিত উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের ফলে সমাজের আমূল পরিবর্তন হয়।

৫) শিক্ষার প্রসার: শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে সমাজের নানা কুসংস্কার ও গোঁড়ামী ভাঙার কারণে সামাজিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন :নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে নারীরা ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার ফলে তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার প্রসার নারীর ক্ষমতায়নকে তরান্বিত করায় সামাজিক পরিবর্তন গতি পেয়েছে।

৬) রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন: কোনো সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে সমাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন: আফগানিস্তানে তালিবানদের পতনের পর সেখানকার সমাজে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

৭) ধর্মীয় মূলবোধের প্রচার-প্রসার: ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক। কোনো সমাজে যখন অতি মাত্রায় কুসংস্কার, অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় তখন বিভিন্ন ধর্মীয় নেতার আগমনে এবং ধর্মীয় মূলবোধ প্রচারের ফলে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন: হযরত মুহাম্মাদ (সঃ), যীশুখ্রিষ্ট, গৌতম বৌদ্ধ প্রমুখ ব্যক্তির ধর্মীয় মূলবোধ ও আদর্শ প্রসারের ফলে তৎকালীন সমাজে আমূল পরিবর্তন আসে।

৮) যাতায়াত ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন: যাতায়াত ব্যবস্থা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তির প্রসারের ফলেও সমাজ ব্যবস্থায় উন্নয়ন সাধিত হয় এবং সামাজিক পরিবর্তনকে বেগবান করে। যেমন: বর্তমান যুগে ফেইসবুক, ইমেইল, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

৯) গণমাধ্যম ও আকাশ সংস্কৃতি: আধুনিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে গণমাধ্যম। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করছে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ, পরিবেশ রক্ষা, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখতে পারে। আকাশ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচলন বর্তমান সমাজজীবনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো উল্লেখ করুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিক কাঠামোতে রূপান্তর বা পরিবর্তন সাধিত হলে তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে। কখনো কখনো সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের কারণেও সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তবে যে রূপান্তর দ্বারা সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ ক্রিয়ার ব্যবধান ঘটে না সে রূপান্তরকে পরিবর্তন বলা যায় না। সামাজিক পরিবর্তনের মূখ্য কারণগুলো হল-ভৌগোলিক পরিবেশ, শিক্ষার প্রসার, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, জৈবিক, জনসংখ্যা, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক, শিল্প ও প্রযুক্তি বিপ্লব, তথ্য প্রযুক্তি ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মহৎব্যক্তির সামাজিক সংস্কার ভূমিকা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Social Change' গ্রন্থটি কে লিখেছেন?
(ক) অগবার্ন (খ) কার্ল মার্কস (গ) অগাস্ট কোঁতে (ঘ) হার্বার্ট স্পেনসার

২। "সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে একটি সহজ-সরল সংগঠন থেকে একটি জটিল কাঠামোয় রূপান্তর" উক্তিটি কার?
(i) রস (ii) এলউড (iii) হার্বার্ট স্পেনসার
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কে সাংস্কৃতিক উপাদানকে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ বলে বিবেচনা করছেন?
(ক) পেরেটো (খ) সরোকিন (গ) ম্যাক্স ওয়েবার (ঘ) রুশো

পাঠ-১২.২ সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব : কার্ল মার্কস ও ভিলফ্রেডো পেরেটো
Theory of Social Change: Karl Marx and Vilfredo Pareto

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কার্ল মার্কস এর সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভিলফ্রেডো পেরেটো এর সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্ব ব্যাখ্যা পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কার্ল মার্কস, ভিলফ্রেডো পেরেটো, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, মৌলকাঠামো, উপরিকাঠামো, এলিট, ক্ষমতা চক্র ইত্যাদি।

কার্ল মার্কস- এর তত্ত্ব

কার্ল মার্কস কর্তৃক প্রদানকৃত সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বটির নাম 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'। এই তত্ত্বটি বিবর্তনবাদী তত্ত্বসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কেননা উভয় তত্ত্বেই বলা হয়েছে যে, সমাজের মৌলিক পরিবর্তন বস্তুগত পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকে। মার্কস তাঁর তত্ত্বে সমাজব্যবস্থায় দুটি কাঠামোর কথা বলেছেন, যথা- মৌলকাঠামো এবং উপরিকাঠামো। মৌলকাঠামো বলতে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বুঝানো হয়েছে, অন্যদিকে উপরিকাঠামো বলতে সমাজের রাজনৈতিক, আইনানুগ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর মতে, সমাজের মৌলকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন উপরিকাঠামোর উপাদানসমূহের পরিবর্তন ঘটায়। তিনি আরো মনে করেন সামাজিক পরিবর্তন কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়, বরং এটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মার্কসের মতে, সামাজিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে উৎপাদন প্রণালীর মৌলিক পরিবর্তন যা যুগ যুগ ধরে মানব সমাজের শুরু থেকে ধাপে ধাপে প্রগতিশীলভাবে বস্তু জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হয়েছে। মার্কসের সামাজিক পরিবর্তন সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রাকে নির্দেশ করে। সমাজের উৎপাদন শক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয় যাকে মার্কস 'পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা' বলে অভিহিত করেছেন। যখনই মৌলকাঠামো বা উৎপাদন শক্তি বা অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের ভেতর পরিবর্তন সূচিত হয় তখনি উপরিকাঠামোর উপাদানসমূহের মধ্যে টানাপোড়েন দেখা যায়। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয় এবং সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি হয়। সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত চরম আকার ধারণ করে। সম্পর্কের ক্রমাগত অবনতির ফলে সমাজে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে অথবা রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে।

মার্কস সমাজ বিকাশের মূলত চারটি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও পঞ্চম আরো একটি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন যার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং এটি সমাজের চূড়ান্ত পর্যায়। অর্থাৎ মার্কস বর্ণিত সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের মোট পাঁচটি ধারা বিদ্যমান। যথা- প্রাচ্য বা এশীয় সমাজ ব্যবস্থা, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এবং সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা। মার্কসের মতে, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সবচেয়ে প্রাচীন। এখানে ভোগের জন্য উৎপাদন করা হতো, শ্রমবিভাগ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সম্পত্তির যৌথ মালিকানাও বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় বিলাস দ্রব্যের ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যবসা ও জিনিসপত্রের বিনিময় ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। এখানে উৎপাদন শুধু ভোগের জন্যই হতো না, বিনিময়ের জন্যও হতো। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্থান এবং জমিজমার ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে বণিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণি জমিজমার মালিক হন। কৃষকরা উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করে। এ স্তরে প্রধানত ভোগের জন্যই উৎপাদন করা হতো। আধুনিক প্রযুক্তির আবিষ্কার, নতুন নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্র তৈরি ইত্যাদি কারণে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা ক্রমাগত ভেঙে পড়ে। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়। এ ব্যবস্থায় ধনিকশ্রেণি উৎপাদন যন্ত্রের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে। এর ফলে সমাজে দৃশ্যমান দুটি শ্রেণির সৃষ্টি হয়। একটি শ্রমিক শ্রেণি যারা নিজের কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আর অন্যদিকে ধনিকশ্রেণি যারা মুনাফা লাভ করে। মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী সমাজ তার

আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ভেঙে পড়তে পারে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে। এ স্তরে প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে বলেই একে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা বলা হয়। এখানে কোনো শ্রেণি থাকবে না, সমাজ হবে শোষণমুক্ত। এই সমাজে মানুষ নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন মাফিক সব কিছুই পাবে।

ভিলফ্রেডো পেরেটো- এর তত্ত্ব

ইটালীয় সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেডো পেরেটো (Vilfredo Pareto) সামাজিক পরিবর্তনের যে তত্ত্ব প্রদান করেন তার নাম চক্রাকারমূলক তত্ত্ব। এটি সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রাচীন তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুসারে সমাজ কিছু সুনির্দিষ্ট চক্রে আবর্তিত। পেরেটোর মতে, প্রত্যেক সমাজের রাজনীতির যে উত্থান-পতন তা চক্রাকারে ঘটে। জার্মান নৃবিজ্ঞানী অটো অ্যামন, ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী হাউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেইন, মানিক নৃবিজ্ঞানী ম্যাডিসন গ্রান্ট এবং লথরপ স্টোডার্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পেরেটো তাঁর এ তত্ত্ব দেন (সেন ও নাথ: ২০১৩)। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা স্পেংগলার মনে করেন, সমাজের জীবনচক্র চারটি ধাপে বিভক্ত। যথা- জন্ম, বিকাশ, পরিপক্কতা ও পতন। এ তত্ত্ব অনুযায়ী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রত্যেকটি সমাজই এক এক করে চারটি ধাপ পর্যায়ক্রমিকভাবে অতিক্রম করার পর পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। তেমনি পেরেটোর মতে সমাজের যে পরিবর্তন তা চক্রাকরে ঘটে। পেরেটো তাঁর চারখন্ডে প্রকাশিত The Mind and the Society (1935) গ্রন্থে এ তত্ত্ব দেন যা সমাজবিজ্ঞানে এলিটের আবর্তন তত্ত্ব বা 'Theory of the Circulation of Elites' বলা হয়। এক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন যে, আমাদের সমাজে দুই ধরনের মানুষ বাস করে। তিনি প্রথম ধরনের মানুষকে 'ক্ষমতাসীন এলিট' বলেছেন যারা চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও ভূমিকা পালন করে। আর দ্বিতীয় ধরনের মানুষকে বলেছেন 'ক্ষমতার বাইরের এলিট' যারা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের মানুষ পরবর্তীকালে হীনবল হয়ে পড়ার কারণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে শাসকগোষ্ঠীকে এ সময় তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য নানা ধরনের চতুরতার আশ্রয় নিতে হয় এবং এভাবে তাদের ভেতরও নানা রকম রক্ষণশীল চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটে। এ পর্যায়ে অবক্ষয় শুরু হয়। অন্যদিকে, প্রথম ধরনের মানুষের মাঝে ক্ষমতার বাইরের এলিট অর্থাৎ দ্বিতীয় ধরনের লোকদের গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে শুরু করে। যার ফলে প্রথম ধরনের মানুষ দ্বিতীয় ধরনের মানুষের অবস্থান নিতে শুরু করে। পেরেটোর মতে, সামাজিক পরিবর্তনে শাসক এলিট ও অশাসক এলিটের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল চক্রাকারে সাধিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মার্কস ও পেরেটোর তত্ত্বের পাঁচটি তুলনা লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

কার্ল মার্কসের সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্ব মতে সমাজ পরিবর্তনের পাঁচটি ধারা রয়েছে। যথা- প্রাচ্য বা এশীয় সমাজ ব্যবস্থা, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এবং সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা। অন্যদিকে পেরেটো তাঁর সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্বে ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর তত্ত্বের নাম 'Theory of the Circulation of Elites' তত্ত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কার্ল মার্কস এর মতে কোন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা সবচেয়ে প্রাচীন?
(ক) সামন্তবাদী (খ) পুঁজবাদী (গ) এশীয় (ঘ) সাম্যবাদী

২। পেরেটোর "The Mind and the Society" গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
(i) ১৭৩৫ (ii) ১৮৩৫ (iii) ১৯৩৫
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-১২.৩ সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব
Impact of the Elements of Social Change

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তনে জৈবিক, প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত উপাদানের প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উপাদান, জৈবিক, প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

মানব সমাজ পরিবর্তনশীল। সৃষ্টির আদি থেকে মানব সভ্যতার সকল সমাজে ও বিভিন্ন যুগে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তবে সামাজিক পরিবর্তনের এই গতি সকল সমাজে সবসময় এক রকম নয়। কখনো দ্রুত আবার কখনো মন্থর। সমাজের এই পরিবর্তনে কিছু কিছু উপাদান ক্রিয়াশীল। নিম্নে সামজিক পরিবর্তনের এই সব উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

ক) জৈবিক উপাদান: সামাজিক পরিবর্তনে জৈবিক উপাদানের রয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জৈবিক উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে মানুষ, অন্যান্য প্রাণি ও বৃক্ষরাজি। মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন জৈবিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কেননা মানুষ তার সামাজিক আচরণ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ধারিত উপায় দ্বারা তার পরিবেশের প্রাণি ও বৃক্ষরাজি এবং অন্যান্য উপাদানকে ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রত্যেক সমাজের পরিবর্তনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। অতি জনসংখ্যার ফলে বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অন্যন্যা অসামাজিক কার্যক্রম, শিশুশ্রমের ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

খ) প্রাকৃতিক উপাদান : সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবী পৃষ্ঠের যত বড় বড় পরিবর্তন তার বেশির ভাগই প্রাকৃতিক নানা কারণে হয়েছে। যদিও এসব পরিবর্তন কখনো কখনো সবার দৃষ্টিগোচর হয় না। নানা রকম প্রাকৃতিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে থাকে। যেমন: ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি। এসব উপাদানসমূহের কারণে নতুন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের ফলে সে অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক কৃষি কাজ ব্যাহত হচ্ছে এবং সেখানকার মানুষ নতুন ধরনের পেশায় লিপ্ত হচ্ছে। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সহায় সম্বলহীন মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এর ফলে একদিকে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন হচ্ছে অন্যদিকে শহরেও নতুন নতুন বস্তি এলাকা গড়ে উঠছে। বাংলাদেশের মতো বন্যা প্রবণ দেশসমূহে রাতের অন্ধকারে অনেক গ্রাম শহর বিশেষ করে নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহ নদীগর্ভে হারিয়ে যায়। যার ফলে বাস্তুচ্যুত ঐসব মানুষের জন্য গুচ্ছগ্রাম গড়ে তুলতে হয়। বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলায় এরকম অনেক গুচ্ছগ্রাম লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই সভ্যতার বিকাশ ঘটে থাকে। তবে এককভাবে প্রাকৃতিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তন সাধনে পরিপূর্ণ নয়।

গ) প্রযুক্তিগত উপাদান: বর্তমান সমাজে প্রযুক্তি সামাজিক পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এ যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ, এ যুগ প্রযুক্তির যুগ। এ যুগ পুঁজিবাদের চেয়ে যান্ত্রিকীকরণকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যান্ত্রিকীকরণের উপজাত হলো পুঁজিবাদ। যান্ত্রিকীকরণ শুধু মৌল বা অর্থনৈতিক কাঠামোতেই পরিবর্তন ঘটায় না বরং সমাজের উপরিকাঠামো বিশেষ করে সামাজিক সংগঠন ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটায়। অগবার্ণ ও নিমকফ তাঁদের 'A Handbook of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Technology changes society by changing our environment to which we, in turn, adapt. This change is usually in the material

environment and the adjustment we make with changes often modifies customs and social institutions"। অর্থাৎ প্রযুক্তি প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তন করার সাহায্যে সামাজিক রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে, এই রূপান্তরের সাথে ঐ সমাজের মানুষ নিজেদের মানিয়ে নেয়। এ পরিবর্তন সাধারণ বস্তুগত পরিবেশের মধ্যে সীমিত এবং এর সাথে আমরা উপযোজনের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রথা-পদ্ধতির মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটায় (সেন ও নাথ: ২০১৩)। প্রযুক্তিগত উপাদানের ফলে সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেমন: গার্মেন্টস শিল্পের প্রযুক্তির সহজ ব্যবহারে এদেশের মেয়েরা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে এবং দেশের অর্থনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। অন্যদিকে, যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারে এখন মানুষ আর আগের মতো চিঠি লিখে না। মানুষ এখন মুহূর্তেই মোবাইল ফোন, ইমেইল, ফেইসবুক, টুইটার, স্কাইপে, ভাইভার, মেসেঞ্জার ইত্যাদির সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। এছাড়াও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষের মাঝে অন্য দেশের সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলছে, ফলে নতুন ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে যাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'সাংস্কৃতিক ব্যবধান (Cultural lag) । আর এ সব কিছুই ঘটছে প্রযুক্তিগত উপাদানের কারণে।

জৈবিক উপাদান, প্রাকৃতিক উপাদান ও আধুনিক প্রযুক্তিগত উপাদান সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন- প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত উপাদানের কারণে উপমহাদেশের যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে একক ও অণু পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক পরিবর্তনের জৈবিক উপাদানের প্রভাব লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন ধরনের উপাদানের নানামুখী তৎপরতার কারণে সামাজিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। এর মধ্যে জৈবিক, প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত উপাদান অতি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি জৈবিক উপাদানের অংশ। অন্যদিকে ঝড়, বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক উপাদানের এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার প্রযুক্তিগত উপাদানের অংশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জীবজগৎ কোন ধরনের উপাদান?
(ক) প্রাকৃতিক (খ) সামাজিক (গ) জৈবিক (ঘ) প্রযুক্তিগত

২। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত কোন ধরনের উপাদান?
(i) প্রাকৃতিক
(ii) জৈবিক
(iii) প্রযুক্তিগত
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i ও ii

৩। নিচের কোন শব্দযুগল প্রযুক্তিগত উপাদানের অংশ?
(i) গাছপালা ও মোবাইল ফোন
(ii) মানুষ ও ফেইসবুক
(iii) কম্পিউটার ও ইমেইল
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৪ সামাজিক পরিবর্তন : বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়ন
Social Change : Evolution, Progress and Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়নের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়নের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিবর্তন, প্রগতি, উন্নয়ন, পরিবর্তন ইত্যাদি।

বিবর্তন

বিবর্তন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Evolution যা ল্যাটিন শব্দ Evolvere থেকে এসেছে যার অর্থ 'বিকাশ সাধন' অথবা 'উন্মোচন'। এটি প্রবৃদ্ধির চেয়েও ব্যাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রবৃদ্ধি যেখানে পরিবর্তনের দিকে নির্দেশ এবং সংখ্যাগত ধারণা প্রদান করে বিবর্তন সেখানে পরিবর্তনের আকৃতিগত এবং কাঠামোগত দিক নির্দেশ করে। বিবর্তন বলতে আমরা পরস্পর সম্পর্কিত একটি সত্ত্বার সামগ্রিক ব্যবস্থাকে বুঝি যা সুপ্ত ও প্রকাশ্য দুই অবস্থাতেই পাওয়া যায় এবং যা প্রাকৃতিক, জৈবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারার বিকাশ সাধন করে। বিবর্তন প্রত্যয়টি সাধারণত জীবদেহের অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। তবে সমাজবিজ্ঞানে শব্দটি কোনো সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক রূপান্তরকে বোঝাবার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানে বিবর্তনের এ ধারণাটি সর্বপ্রথম জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ভনবেয়ার প্রবর্তন করেন, যা পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার, জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন, নৃবিজ্ঞানী স্যার ই বি টাইলর, মর্গান ও অন্যান্যদের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে।

মানব সমাজ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আজকের এই বর্তমান রূপে পৌঁছেছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক বিবর্তনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। যেমন: ডুর্খেইম (Durkheim) এর মতে, মানব সমাজ বিবর্তনের মাধ্যমে 'যান্ত্রিক' পর্যায় থেকে 'জৈবিক পর্যায়ে' উত্তরণ ঘটে। প্রাথমিক পর্যায়ে মানব সমাজের সামাজিক সংহতি ছিল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমবিভাজনের ফলে সামাজিক সংহতি দুর্বল হয়ে সমাজে জৈবিক সংহতির সৃষ্টি হয়। বার্নস (Bornes) এর মতে, মানব সমাজ বিবর্তনের ধারায় আদিম থেকে পশুচারণ এবং ক্রমান্বয়ে কৃষি এবং শিল্প সমাজে রূপান্তর হয়েছে। কিন্তু কার্ল মার্কস এর মতে, মানব সমাজ আদিম সাম্যবাদী সমাজ হতে দাস সমাজ হয়ে সামন্তবাদকে পাড়ি দিয়ে পুঁজিবাদে বিবর্তিত হয়েছে যার সর্বশেষ পর্যায় হলো আধুনিক সাম্যবাদ। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানী Morgan সমাজ ব্যবস্থাকে বন্যদশা, বর্বর দশা এবং সভ্যতা (Civilization) এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপকে বোঝাবার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা বিবর্তন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন।

স্পেনসার (Spencer) মতে, সমাজ সহজ সরল অবস্থা থেকে একটি জটিল অবস্থায় সমাজের পরিবর্তন হয়। স্পেনসার এর বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী, একটি মুরগির ডিম যেভাবে ছানাতে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ একটি মুরগীতে রূপান্তরিত হয় সমাজও তেমনি বিবর্তিত হয় যা সমাজ কাঠামোর ক্রমশ রূপান্তরকে নির্দেশ করে। তাঁর মতে, সমাজ অতি সহজ কাঠামো থেকে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশ জটিল কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ চার্লস ডারউইন তাঁর 'Origin of the Species' গ্রন্থে প্রাণি জগতের বিকাশকে বিবর্তন বলেছেন। ডারউইনের 'বির্বতনবাদ'কে আমলে নিয়ে লুউইগ গোমপ্লোইজ (Ludwig Gumplowich) মনে করেন যে, মানব সমাজ বিবর্তনের ধারায় চলে এসেছে। তাঁর মতে 'বিবর্তন' শব্দটি 'আমূল পরিবর্তন' কে নির্দেশ কর। তিনি আরো বলেন যে, বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগৎ সহজতর স্তর থেকে জটিলতর স্তরে যায়।

প্রায় সকল সমাজবিজ্ঞানীই ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, বিবর্তনের মাধ্যমে মানব সমাজ আজকের এ পর্যায়ে এসেছে। বিবর্তনে সমাজকাঠামো থেকে শুরু করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তন হয়েছে। আদিম কালের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আধুনিক যুগের একটি প্রতিষ্ঠানের তুলনা করলে তা পরিস্কার হয়ে যাবে। সামাজিক বিবর্তনে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ দুটোই দায়ী।

উন্নয়ন

উন্নয়ন শব্দটি বিবর্তন শব্দের চেয়ে খুব একটি বেশি সুস্পষ্ট নয়। সাধারণত যখন সামাজিক প্রপঞ্চসমূহ ব্যাখ্যা করা হয় তখন এদের অস্পষ্টতা ধরা পড়ে। উন্নয়ন প্রত্যয়টির সাথে 'জ্ঞানের বিকাশ' এবং 'প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি' প্রত্যয় দুটির ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান (সেন ও নাথ: ২০১৩)। সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণে উন্নয়ন প্রত্যয়টির প্রয়োগ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বর্তমানে 'উন্নয়ন' শব্দটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন: শিল্পায়িত সমাজ এবং কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য এবং কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও নগরায়ন। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শুধু রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন দ্বারা সমাজের উন্নয়ন হবে এমনটি ভাবার অবকাশ নেই। সমাজবিজ্ঞানী হবহাউজ তাঁর Social Development (1924) গ্রন্থে উন্নয়নের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যথা- মাত্রা বা আয়তনগত বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পরিকতার সম্প্রসারণ এবং স্বাধীনতা। তারঁ মতে, এসব জৈবিক বিবর্তনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অন্যদিকে, হার্বার্ট স্পেনসার ও এমিল ডুর্খেইম উন্নয়নের তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে আয়তনগত বৃদ্ধির গুরুত্বকেই প্রাধান্য দেন। হার্বার্ট স্পেনসার, এমিল ডুর্খেইম, হবহাউজ, ম্যাকাইভার এবং পেজ তাঁদের রচনাসমূহে সামাজিক পৃথকীকরণের মাত্রাকে উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

সমাজবিজ্ঞানীরা 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে দুটি ক্ষেত্রে প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানী বটোমোরের মতে এই দুটি প্রত্যয় হল ঃ ১) জ্ঞানের বিকাশ এবং ২) কারিগরি ও অর্থনৈতিক দক্ষতা।

সাধারণত, সামাজিক 'উন্নয়ন' পরিমাপ করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়-

১) সামাজিক সংহতির দৃঢ়তা;
২) সমাজের শাখা প্রশাখার দক্ষতা ও কর্ম ক্ষমতার উন্নতি;
৩) এসব শাখা-প্রশাখার মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ।

জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্যগতমান, শিক্ষার মান, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা, উৎপাদিত সম্পদের সঠিক বন্টন ও উপভোগ, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ এবং প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার ইত্যাদি উন্নয়ন পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

প্রগতি

সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক উন্নয়নের ধারণা দুইটি প্রগতির ধারণার সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজবিজ্ঞানীগণ প্রগতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে প্রধানত ছয়টি উপাদানের নাম উল্লেখ করেছেন। যথা: (ক) মানুষের মর্যাদার উন্নয়ন, (খ) প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, (গ) আধ্যাত্মিক অন্বেষা ও সত্যানুসন্ধানের জন্য ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা, (ঘ) সৃজনশীলতার স্বাধীনতা এবং প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্টির নান্দনিক উপভোগের স্বাধীনতা, (ঙ) এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যা পূর্বোক্ত মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায় এবং (চ) এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাধীনতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ন্যায় বিচার ও সামাজিক সমতা সুনিশ্চিত করে (সেন ও নাথ: ২০১৩)। তাঁদের মতে, সমাজ সবসময় প্রগতির পথে নাও চলতে পারে। বিবর্তনই সর্বজনস্বীকৃত, প্রগতি নয়। প্রগতিকে পরিমাপ করতে গেলে অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠিকে দিয়েই তা নির্ধারণ করতে হবে। আর এ মাপকাঠি হলো একটি আদর্শায়িত বিষয়, যা মোটেও বস্তুনিষ্ট নয়। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক প্রগতি নির্ধারণে একটি মাত্র মাপকাঠিই যথেষ্ট নয়। কারণ সমাজ একটি জটিল সত্ত্বা, যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে গঠিত। কখনো কখনো বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে অপর একটি নতুন সমাজের রূপ লাভ করতে পারে। তবে এ ধরনের পরিবর্তন পূর্ব পরিকল্পিত নয় এবং এর জন্য কোনো পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয় না।

অগাস্ট কোঁৎ (August Comte) মানব চিন্তার তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। যথা: ধর্ম-কেন্দ্রিক (Theological), অধিবিদ্যাগত (Metaphysical) এবং দৃষ্টবাদী (Positive) স্তর। মানুষ ধর্ম- কেন্দ্রিক থেকে অধিবিদ্যাগত চিন্তার পর্যায় পার হয়ে সবশেষে দৃষ্টিবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে যা সামাজিক প্রগতিকে নির্দেশ করে। সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) জীবদেহের সাথে সমাজদেহের তুলনা করে বলেন যে, জীবদেহ ও মানবদেহ উভয়ই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। জীবজগৎ ও সমাজ জগতের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই বিদ্যমান থাকায় জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত মাপকাঠি দিয়ে সামাজিক প্রগতিকে পরিমাপ করার যৌক্তিকতা রয়েছে।

পরিবর্তন

বিবর্তন, উন্নয়ন এবং প্রগতি প্রত্যয় তিনটি নিয়ে উপরের আলোচনার মাধ্যমে যে ধারণা পাওয়া গেল তা থেকে এটাই প্রতীয়মান যে, এগুলোর ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। আর এ কারণেই সমাজবিজ্ঞানীরা উক্ত জটিলতা নিরসন কল্পে যে প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন তার নাম 'পরিবর্তন'। পরিবর্তন বলতে এখানে মূলত সামাজিক পরিবর্তনকেই বুঝানোহয়েছে। সামাজিক ক্রিয়া ও সমাজ কাঠামো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় সামাজিক পরিবর্তন প্রধানত সমাজ কাঠামো এবং সামাজিক ক্রিয়ার পরিবর্তনকেই নির্দেশ করে। পরিবর্তনশীলতাই সমাজের প্রত্যাশিত লক্ষ্য। সমাজ প্রতিনিয়ত বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির মাধ্যমে পরিবর্তিত হচ্ছে। 'বিবর্তন', ও 'প্রগতি' প্রত্যয় দুটি পরস্পর পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির মাধ্যমেই সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**প্রগতি ও উন্নয়নের তিনটি করে পার্থক্য লিখুন। সময়ঃ ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিবর্তন, উন্নয়ন, প্রগতি ও পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এদের যে কোনো একটির ব্যাখ্যা অন্যটির সাথে জড়িত। বিবর্তন প্রক্রিয়াটি কয়েকটি পর্যায় পার হয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। মানব চিন্তার ক্রমবিবর্তনকে প্রগতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির মধ্য দিয়েই সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চার্লস ডারউইন একজন-

(ক) সমাজতত্ত্ববিদ
(খ) প্রাণীতত্ত্ববিদ
(গ) অর্থনীতিবিদ

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i ও ii

২। সমাজবিজ্ঞানীরা 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে কয়টি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন?

(i) দুটি
(ii) তিনটি
(iii)চারটি

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) কোনটিই নয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যয়টির প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ কে করেন?
(ক) অগাস্ট কোঁতে (খ) ম্যাক্স ওয়েবার
(গ) অগবার্ণ (ঘ) কার্ল মার্কস

২। "Contemprary Sociological Theories" বইটি কার লেখা?
(ক) সরোকিন (খ) মিশেল ফুকো
(গ) মর্গান (ঘ) ওয়েস্টারমার্ক

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। সমাজবিজ্ঞানী জিন্সবার্গ সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বুঝিয়েছেন?
(i) সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন
(ii) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন
(iii) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রফিক আর শফিক দুই বন্ধু। তারা প্রায়ই বিভিন্ন তর্কে লিপ্ত হয়। তাদের আজকের তর্কে সমাজের এই অবস্থানে আসার পেছনে বিভিন্ন যুক্তি স্থান। রফিক মনে সমাজ প্রাকৃতিক ভাবেই এ পর্যায়ে এসেছে। কিন্তু শফিক মনে করেন সমাজ এই অবস্থায় আসার পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানের অবদান। তবে তারা উভয়েই মনে সামাজিক পরিবর্তনে বিবর্তন, প্রগতি, উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১) সামাজিক পরিবর্তন কী?
২) প্রগতি বলতে কী বোঝেন?
৩) উদ্দীপকের আলোকে সামাজিক পরিবর্তনে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
৪) উপরের উদ্দীপকের আলোকে বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়নের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ ঃ ১। খ ২।ক